মাধবীদের ঈশ্বর - ৩

নন্দিনী হোসেন

৯

সেই কোন আদ্যি কালে বিয়ে নামক এক প্রহসন ঘটেছিলো মালতীর জীবনে । ভালো করে এখন আর তার নিজের ও মনে পরে না। বয়স ঠিক কত ছিল নিজেই জানে না। জানে না তার মা বাবা ও। খাতা পত্রে জন্মের পর সন্তান এর বয়স দিন ক্ষণ মেনে লিখে রাখবে,এমন পরিবারে জন্মায় নি মালতী।
মালতীর মা বলত তার বিয়ে হয়েছিল বারো বছর বয়সে। শুনে শুনে মালতীর ধারণা তার বিয়ে বারো বছরেই হয়েছিল। অবশ্য তার ছোট বোনের অবস্থা তার চেয়ে ও খারাপ । মিনতির বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে। সে হিসেব ও অবশ্য মালতীর মায়ের দেওয়া। তবে তার বাবা অবনী বলতেন ভিন্ন কথা। মিনতির বয়স ও নাকি বিয়ের সময় বারোই ছিল।

ক্লাস ফাইভের ষান্মাসিক পরীক্ষা দিতে না দিতেই মিনতি কে বিয়ে দেওয়া হলো অতি গোপনে। তবু বিয়ের দিন একটি মেয়ে কেমন করে জানি খবর পেয়ে এসেছিলো তাকে দেখতে। নদী। এই মেয়েটির সাথে যদি ও মালতীদের কোন মিল ছিলো না। সে পাড়ার ধনী ঘরের মুসলমান মেয়ে। কিছু দিন গ্রামের স্কুলে একই ক্লাসে পড়তে এসেছিল নদী। মালতির ছোট বোন মিনতির সাথে ভর্তি হয়েছিল ক্লাস ফোরে। ফাইভের অর্ধেক টা সময় পর্যন্ত ছিল একই স্কুলে। এইটুকুই মিল।

মালতীর এখন ও মনে আছে মেয়ে টি বাড়ির পিছনের বাশঁঝাড় দিয়ে এসে ঢুকেছিল। নীল রংয়ের ফ্রক পরা সুন্দর দেখতে একটা মেয়ে। গুটিসুটি পায়ে উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে ভীরু চোঁখে তাকাচ্ছিলো এদিক ওদিক। তখন মালতীই তাকে চিনতে পারে। ডেকে নেয়। তার ই বা বয়স কত টুকু। মাত্র তেরো তে পা দিয়েছে তার মার হিসেব অনুযায়ী। বিয়ের পর আর বাপের বাড়ি আসে নি। গত কালই প্রথম এলো বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে। যদি ও বিয়েটা হচ্ছে প্রায় গোপনেই বলা যায়।

নদী বলে মিনতিই নাকি তাকে নিমন্ত্রন করেছে আসার জন্য । মালতী অবাক হয়। বিয়ে গোপন রাখার কথা,তা রাখেনি আবার আসতে ও বলেছে নদী কে !

কিতা কও নদী, মিনতি তোমারে আইতে কইছে? ...আইচ্ছা ! তোমার বাড়িত কইয়া আইছ নি ?

তেরো বছরের মালতীর গলার কাঁপন শুনে মেয়েটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় । মাথা নাড়ে দু’দিকে। না, সে কাউকে বলে আসে নি।

অন্ধকার ঘরের এক কোনে মাটিতে পাতা বিছানায় নেতিয়ে থাকা মিনতি কে বাকহারা হয়ে দেখছিল নদী। নিঃশব্দে। মিনতি তার বড় বড় দু’চোঁখ তুলে তাকিয়ে ছিলো কিছুক্ষন। সমস্ত শরীর টা একটা কাঁথায় ঢাকা। শুধু মাথা টা বাইরে। অন্ধকারে মিনতির চোঁখ দুটি কেমন যেনো বেখাপ্পা ধরনের বড় লাগছিলো তখন ।

মালতী ফিস ফিস করে মেয়েটার কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু একটা বললে,সে অবিশ্বাস্য ভাবে তাকে দেখছিলো। যখন সত্যি বুঝতে পারলো,অদুরে দরজার বাইরে জল চৌঁখিতে ঠাঁয় বসে থাকা বাবার বয়সী অসুন্দর লোকটাই মিনতির বর,তখন দ্রুত সে অন্য দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। বুকের তলদেশ ঠেলে এক গুচ্ছ হাহাকার যেন একসাথে বেড়িয়ে আসতে চায়। তখন,ঠিক তখনই নীল ফ্রক পরা নয় বছরের নদীর মনে হয়-মিনতির বিয়ে টা পৃথিবীর কুৎসিত তম দৃশ্যের একটি !

তুমি যাও গি অকন। আর হুন,কেউ রে কিছু কই ও না । দেরী দেকলে তোমার বাড়ি থাকি খুজত বার অইব তোমারে। জলদি যাও..........

মেয়েটি হা না কিছুই বলে নি। শুধু হাত টা বাড়িয়ে মিনতি কে স্পর্শ করার বৃথা চেষ্টা করে। কাঁথার উপর দিয়ে হাতটা ছোঁয়ায় .....

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এমন ভাবে দৌড়ে বের হয়ে যায়, যেনো এখান থেকে এখন সে পালাতে পারলেই বাঁচে। সেই থেকে আর কখনই আসে নি মিনতি দের বাড়িতে।

বিয়ে হয়ে মিনতির ও ফেরা হয়নি নিজ গ্রামে। শরীরে মাখা হয় নি বাড়ির পিছনে কোন আদ্যিকাল থেকে দাঁড়িয়ে থাকা -তেতুল গাছের ভিতর দিয়ে বয়ে চলা চির চিরে চিকন বাতাস। মিনতির সব সময় মনে হত এই তেতুল তলার মত সুখের জায়গা একটা ও নেই !

মিনতির মা বাবাই চায় নি সে আর ফিরুক গ্রামে। মালতীর বেলায় ও একই কথা ছিলো। তবু মালতী কে অচিরেই ফিরতে হয়েছে ....

বছর দেড়েক সংসার করে বিধবা হলো। চৌদ্দ ও পেরোয় নি তখন। ফিরে আসায় মালতীর অবশ্য কোন আপত্তি ছিল না। সে জানে, নিঃসন্তান বিধবা কে স্বামীর বাড়িতে রাখে ,এমন বাড়ি তৈরী হয় নি এ জগৎ সংসারে।

মিনতি কে অবশ্য সংসারের ঘানি বেশীদিন টানতে হয়নি। বিয়ের পরের বছর লোক টার আগের পক্ষের বউ এর মতো সে ও একই পথ ধরে। মৃত সন্তান প্রসব করে একই যাত্রার যাত্রী হয় দুজনে।
তার সব চেয়ে প্রিয় তেতুল তলার হাওয়া শরীরে লুটোপুটি খায়নি আর.........

কতবার রান্না বাটি খেলতে গিয়ে মালতীর হাতে মার খেয়েছে মিনতি। বলা নেই কওয়া নেই খেলার মাঝখানে সে সব ফেলে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। হা করে তেতুলের গাছ দেখে। মালতী কত দিন তার মাকে বলেছে,

মা, মালতীরে ভুতে ধরছে নি ? খালি তেতই গাছো চাইতাকে ! আমার কতা বিস্বাস না অইলে তুমি জিকাইয়া দেখ.....
রেনু বালা সে কথার ধার দিয়েও যান না। বলেন,
যা ইখান থাইক্যা। কাম করতে দে।

মালতীর বিশ্বাস হয় না মিনতির শশুড় বাড়ির লোকের সাজানো কাহিনী। কারণ সে গ্রামের লোকেরাই বলে ভিন্ন কথা। অবনী,রেনুবালা হায়েনাদের হাত থেকে,তাদের চোঁখ কান এড়িয়ে গোপনে বিয়ে দিয়েছিলেন মেয়ের আয়ু দীর্ঘ করার জন্য-এত কিছু করে ও শেষ পর্যন্ত মিনতিকে মরতেই হল !
মালতীর মা বাবা বরাবরের মত চুপ..........
পাথর চোঁখে শুধু দেখে যায়। শুধু শুনে যায়। কখন ও সন্দেহ প্রকাশ করে না। শুধু ভয়ে নিজের ভিতরে আর ও আর ও ভিতরে সেঁধিয়ে যায়। মিনতির মা রাত গভীর হলে কাঁদে কুঁই কুঁই করে। কাক পক্ষিদের ও অজানায়। যেন কেউ জানতে না পারে,তার বুকের ভিতর কোথা ও কোন কান্না আছে !

এই পরিবারে একমাত্র সাহসী এবং বুদ্ধিমান মানুষ হলো মালতী। সে নিজে ও তাই মনে করে। তিন বোনের মধ্যে সে সবার বড় ছিল-ছোট দুই টা তেরো চৌদ্দর কোটা ও পার করতে পারে নি। সে এখন ও দিব্যি আছে। মালতীর দৃঢ় প্রত্যয় জাগে সে টিকে থাকবে..........!

মালতীর মাঝে মাঝে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করে, এই বুড়ো বুড়ি কে দেখে। এরা এমন করে বেঁচে আছে কি করে ? কি করে সয়ে যাচ্ছে সব। মাঝে মাঝে তার নিজের ই সন্দেহ হয় এরা আদৌ মানুষ কি না। কারো চোঁখের দিকে তাকিয়ে তারা কথা বলে না। তাদের দৃষ্টি শুধু যেন ভুমি দেখার জন্য। ভুমির দিকে তাকিয়ে কথা বলে তারা। এমন কি তার সাথে ও আজকাল এরকমই যোগাযোগ হয় । এই দুজন কে কি দিয়ে ভগবান বানিয়েছিলেন মালতীর বড় জানতে ইচ্ছে করে। তার ধারণা তাদের যদি কখন ও শরীর টা কেটে দেখা যায়,তবে হয়তো লাল রক্তের বদলে হিম সাদা পানি জাতীয় কিছু পাওয়া যাবে। তাদের আহার বিহার নিদ্রা জাগরণ সবই চলে। চলছে। তবু মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় তারা আসলে মৃত। শুধু সে বেঁচে আছে বলেই তাকে ঘিরে আবর্তন করছে রেনুবালা আর অবনী নামক দুজন মৃত মানুষ। সে একা হয়ে যাবে তাই প্রাণে ধরে তারা যেতে পারছে না। আগলে রাখছে তাকে। অবশ্য এর চেয়ে হাস্যকর শব্দ আর নেই। আগলে রাখছে ! মালতীর কাতুকুতু লাগে শব্দ টা মনে হতেই !

আমি এতো আড়োয়া (বোকা) নায়। নিজর পথ চিনি। আমি বালা আছি। মা বাবায় কিছু বোঝে কি না কইতাম পারতাম নায় । এরা তো মরা মানুষ ! বাচার এরা কি বোঝে ? আমি খুব লোভি। বাচার লোভ। কে না বাচতো চায় ! আমি মাধবী অইতাম চাই না , মিনতির লাকান ও মরতাম চাই না। আমি মাইয়া মানুষ। সন্তান নাই। সোয়ামী নাই। ইন্দু বিধবা.......................

মালতী একটা বৃত্ত তৈরী করে নিয়েছে। দেওয়া নেওয়ার খেলায় পারদর্শীতা লাভ করেছে প্রকৃতির নিয়মে। তার ধারণা বেঁচে থাকার পথ সুগম করেছে । হিন্দু ,দরিদ্র, বিধবা, সন্তানহীন যুবতী মেয়ে বেঁচে বর্তে আছে! ইচ্ছে হলে উঠোন ঘর করে। দুপুর রোদে কাঁচা তেতুল ভর্তা খায়। গ্রামের বারোয়ারী পুকুরে গিয়ে ডুব দিয়ে চান করতে পারে , এর চেয়ে বড় সু সংবাদ তার কাছে আর কিছু নেই। সব দিক দিয়েই প্রান্তিক এ নারীর জন্য বেঁচে থাকা টাই বড় সুখবর ! পুকুর ঘাটে সেদিন যখন কপ করে হাতটা ধরে নুরুল মিয়া খিক খিক হেসে জিজ্ঞেস করেছিল,

এই ! তোমরার বাড়িত আইজকাইল কে আয় বুলে ? কিতা এমন রংগের আসর বয় রে ? কও, তেঅইলে আমি ও একদিন আইমু নে.........

মালতীর এক মুহুর্ত্য সময় লেগেছিলো বোঝতে।

কিতা কইন নুরু বাই,রংগর আসর কিতা আবার ....

তোমরার বাড়িত হারাদিন বইয়া তোমরারে কিতা জিকায় ?
প্রশ্নটা করেই আবার খেঁক খেঁক হাসি।

নদী আইছে কয়দিন। তাই (সে) তো কোন দিন গেছে গি বিদেশ। আইছিল আমার বাপ মারে দেকতে ।

কুব বালা মাইয়া। মনটা কুব নরম ।

কিতা কস? তোর বাপ মার চেরা বার ওইছেনি ! দেকতো আইছে। হুহ ....
তোর ও কুব বার বাড়ছে দেকি ! কয় দিন আছ না হিসাব রাখরে নি? আমি কইলাম হগলতা কিয়াল রাখরাম !গাত (শরীরে) বেশী আরাম অই গেছে মনে লয় ?

আবার খেক খেক খেক খেক.............

আমি সতি সীতা সাবিত্রি নায়। সধবার থাইক্যা ও চালু আমার গা (শরীর)। মাটিত বাগ ,জল কুমির লইয়া আমার দিন যায়। রাইত যায়। বাইচ্যা থাকার সুখর লাগি আমি কুব কাতর ......

মালতী নিজের জীবনটা টেনে লম্বা করার জন্য কিছু সন্ধি করেছে বাঘ কুমিরের সাথে। বাবা মা তার মুখ দেখে কি না জানে না সে। খোঁজ রাখে না সেসবের। তারা তো ভুমি দেখে। সে আকাশ দেখে। বাতাস দেখে। পাখি দেখে । গাছ পালা ,লতা পাতা ,পুকুরের কোনের তমাল গাছ ,সব কিছুই দেখে। দুপুরে ঘুঘুর ডাক শুনে। ঘাসফুল, আমগাছের লাল পিপড়া টার সাথে কথা বলতে,তাদের গায়ের ঘ্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকতে তার বড় সুখ। দিন দুপুরের চামড়া খসা গরমে নুরুলের শরীরের নীচে হাস ফাস করতে করতে, উড়ে গেছে কোন জানা অজানা পৃথিবীতে........

জীবনের প্রতি তার কোন বিতৃষ্ণা নেই। তবু,এখন এ মুহুর্ত্যে,কেন যেন তার গা গুলিয়ে বমি আস তে চায়।

খেক খেক খেক খেক হাসি তার কানের ভিত র অদ্ভুত এক বিতৃষ্ণা জন্ম দেয় ! হাত টা ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত সরে যায়।

অকন যাই নুরু বাই। কাম আচে।

শাড়ীটা ভালো করে জড়িয়ে নেয় গায়ে। মাথায়। আশ্চর্য্য ! তবু মনে হয় তার শরীরে সুঁতো টি নেই !

সবাই যেনো দেখছে তাকে। হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। দ্রুত পা চালায় মালতী।

খেক খেক খেক খেক খেক খেক খেক..............

১০

নদী যখন আচমকা ঘোষণা করল সে নাইরোবী চলে যাচ্ছে,সত্যি বলতে কি রীনা একটু ও দুঃক্ষ পায়নি। বরং তার ভিতর তখন এক ধরনের উল্লাস কাজ করছিল। মুক্তির উল্লাস। প্রায় দশ বছর তারা বন্ধু। রীনার স্পষ্ট মনে আছে পরিচয়ের প্রথম দিন টির কথা। সেদিন নদীকে তেমন একটা পছন্দ করে নি। অথচ তার মধ্যে এমন একটা তীব্র আকর্ষন ছিল,যা সে অস্বীকার ও করতে পারে নি। কিছু দিন এরকম আকর্ষ ণ বিকর্ষণের মধ্যে তাদের পরস্পরকে জানা শুনার ব্যাপারটা এগিয়ে চলছিল।

সোয়াসের হিন্দি বিভাগে তারা ছিল সহপাঠি। প্রথম দিন ক্লাসে পরিচয় পর্বের পর রীনা তাকে কেন যেন বার বার দেখছিল। একটা ভাবুক ধরনের অদ্ভুত সুন্দর ভীষন্ন দু'টি চোঁখ। সেদিনই আবার দেখা সোয়াসের কেন্টিনে। নদী বসে আছে। একা। সামনে একটা ম্যাগাজিন খুলে তাকিয়ে আছে। পড়ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। যেন একটা ঘোরের ভিতর ডুবে আছে । ম্যাগাজিনের পাশেই একটা প্লাস্টিকের ট্রে তে কিছু চিপস আর কফি পরে আছে। মনে হয় না এ গুলোতে হাত পরেছে কারো। পাশে গিয়ে বসবে নাকি যখন ভাবছে,তখন নদী চোঁখ তুলে রীনা কে দেখে।

হাই ! আমি রীনা।

আমি নদী। তোমার নাম ক্লাসে শুনেছি। যদি কিছু মনে না করো,তুমি কি বাংলাদেশ থেকে ?

হা আমি বাংলাদেশ থেকে। কিন্তু ক্লাসে যেন তোমার অন্য আরেকটি নাম শুনেছিলাম।

হা। তবে সেটা এত লম্বা সবাইকে বলতে ইচ্ছে করে না। নদী ডাকে সবাই। তুমি ও তাই ডাকতে পার।

সেই শুরু। কখন ও এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে। কখনও মনে হয়েছে অতি সরল একটা মেয়ে। আবার কখন ও অতি দূর্বোধ্য। এই বাঁচ্চাদের মত খুনসুটি করছে তো এই গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। কোন কথায় বা আচরনে যে কি ভাবে রিএক্ট করবে তা বোঝে কারো সাধ্যি নেই। যাকে বন্ধু করে নেয়, তার জন্য করতে পারেনা এমন কাজ নেই। মোটকথা তাদের ভালো মন্দ নিয়ে উদ্ভিগ্ন থাকা টা যেন তার একটা কর্তব্যের মধ্যেই পরে। রীনা প্রথম থেকেই খেয়াল করেছে ছেলেদের ব্যাপারে একটা এলার্জী আছে ! স্বাভাবিক কথা বার্তা বলার মধ্যেই কেমন যেন আক্রমনাত্বক হয়ে উঠে। সারা দিন হয়ত দেখা গেল খুব চুপচাপ । ইচ্ছে হলে কথার ফুলজুরি ছোটায় । নাহলে সারাদিনে শুধু হু হা করে যে কোন কথার উত্তর দেয়।
রীনার ভারী অদ্ভুত লাগে । ছেলেদের কে কোন অবস্থাতেই সে ছাড় দিতে রাজী নয়। যেন কথা দিয়েই ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে। ক্রমশ সবাই তাকে ভয় পেতে শুরু করে। ছেলেদের কেউ কেউ বলত,এমন ভাবে চোঁখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে,যেন তার ভিত র টা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। আর ও কত ধরনের টিকা

টিপ্পনি !

অথচ মজার ব্যাপার হল এই মেয়ে কেই কিনা কেউ কেউ নীরবে ভালবাসত। যদি ও সাহস পেত না বলার। রীনারা দু একজন এ নিয়ে খুব মশকরা করত। যাকে নিয়ে এত কান্ড,তার অবশ্য তাতে কোন তাপ উত্তাপ বা বিকার নেই। মাঝে মাঝে রীনা ভাবত নদী কি আদৌ নারী-পুরুষের ভালোবাসায় বিশ্বাস করে .... পুরুষের জন্য তার হৃদয়ে কাঁপন জাগে কি কখন ও....... প্রশ্ন গুলোর কোন উত্তর পায় নি রীনা। কারণ এই প্রশ্ন টি নদী কে তেমন ভাবে করা হয় নি। ইচ্ছা করেই করে নি। তার কথা বার্তার যে ধরন। হয়ত বলবে ওসব দুর্বল কিছু মেয়ের উর্বর মাথার ভাবনা বিলাস। বাস্তবে ও সব কিছু নেই। একদিন বলেছিল,মেয়েরা ভাবতে পছন্দ করে কোন না কোন পূরূষ তাকে ভালবাসে। যদি ও দেখে এবং বুঝে এক সাথে এই একই ছেলে আর ও অনেক মেয়েকেই ভালবাসার কথা বলছে। তারপর ও মেয়েরা চোঁখ বুজে থাকে। জেনে ও না জানার ভান করে। কিছু যদি ছিটে ফোটা মিলে তাই বা কম কি.........!

রীনা অবশ্য এত সব কিছু জানে না। সে নদীর মত হতে পারে নি। হতে চায় ও না। ও রকম ভাবতেও ভালো লাগে না তার ।

ভালবাসা তার কাছে মহার্ঘ্য কিছু। তার মা বাবার মধ্যে কোন ভালবাসা ছিল না। পারলে তারা সারা দিন রাত ঝগড়া করে । কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। দু'জনের এই জঘন্য মার মুখি খিস্তি খেউর এর মাঝেই বেড়ে উঠেছে সে। বড় দুই ভাই এর এসব কেমন লাগত সে জানে না,তবে তার খুব কান্না পেত। মরে যেতে ইচ্ছা করত।

রীনা লন্ডন আসার আগেই তারা দুজনে বিয়ে করে একে একে আলাদা হয়ে গেছে। তার বাবা মা তাতে খুশী ই হয়েছিলেন। রীনার অবাক লাগে। শুনেছিল ছেলে বিয়ের পর আলাদা হয়ে গেলে মা বাবারা পাড়া মাথায় তুলে শাপ-শাপান্ত করে। মানুষের মন বোঝা সত্যি কঠিনতম কাজের মধ্যে একটি। তার বাবা খুশি,কারণ তার আয় রুজগারের কমতি নেই। কিন্তু খরচের ব্যাপারে বেজায় হিসেবী। ছেলেরা হয়েছে উলটো। আয়ের ধান্দা নেই,খরচের বেলায় বাদশাহ। আপদ দু'টি বিদায় হয়েছে ভেবে রীনার বাবা বহুত খুশ মেজাজে ছিলেন কিছু দিন। এমন কি চির শত্রু স্ত্রীর সাথে হেসে হেসে দু'একটা কথা ও বলে ফেলেছেন ভুলোমনে ! তার মা ও কম যান না। ছেলের বৌ দের সামলাবেন নাকি সঙ্গীর সাথে বাহাস লড়বেন তাই নিয়ে হিমশিম খেতেন। মাঝে মাঝে রীনাকে মাঝখানে দেয়াল হিসেবে খাড়া করে দুই দিকেই সমান তালে চালাতে চালাতে হাঁপিয়ে উঠতেন ।

ছোট বেলায় শুনেছিলাম বাবা নাকি আমার কুরূপা মাকে বিয়ে করেছিলেন সম্পত্তির লোভে। আমাদের বাসায় থাকতেন এক বুড়ি। আমরা ভাই বোনরা তাকে দাদী বলে ডাকতাম। মাথার পিছন দিকে ক'গাছি সাদা চুল ঝুলছে। জন্মের পর থেকে তার চুলের রং সাদা ছাড়া অন্য রংয়ের দেখি নি। তবে সব চেয়ে দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল তার সমস্ত মাথা জুড়ে টাক টা। তার আগে পরে আর কোন নারীর মাথায় আমি টাক দেখিনি। তার বিয়ে হয়েছিল কোন এক কালে। ছয় সাত বছর বয়সে। তিনি নাকি বাপের বাড়ি পালিয়ে আসতেন। পাশাপাশি বাড়ি ছিল তার শশুড়ের। বাপের বাড়ি থেকে ধরে বেঁধে আবার পাঠানো হত। তিনি আবার পালাতেন !সন্তান ধারণের বয়স হবার আগেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এসে সেই যে গেড়ে বসেন আর তার বিয়ে সাদী হয় নি। দাদী এসব গল্প করেন আমাদের ভাই বোনদের সাথে। বেশ মজা করে রসিয়ে রসিয়ে ! যখন এসব বলেন,তার বর্ণনা ভঙ্গী শুনলে,যে কারো মনে হবে তিনি নিজের জীবন নিয়ে

দারুন সুখে আছেন !খুব ই উপভোগ্য এসব কাহিনী ! বলার সময় আমি খেয়াল করে দেখেছি-তার চোঁখ মুখে এক ধরনের ঔজ্জ্বল্য খেলা করে !

বাবার কোন দুরতম সম্পর্কে ফুফু। আমার বাবা তাকে ফুফু বলে ডাকতেন কখন ও কখন ও মেজাজ ভাল থাকলে। এমনিতে ডাকতেন, এ্যই বুড়ি বলে। তাই বাবার ন'মাসে ছ'মাসে এই ফুফু ডাক শুনেই বুড়ি একেবারে খুশীতে দশখানা হয়ে -আমাকে সেদিন রাতের বেলা ঘুমানোর সময় এক খানা আস্ত কিসসা শুনানোর জন্য, তার হরেক রকম কিসসার ঝাঁপি খুলে বসত। যেদিনই এমন ঘটনা ঘটত,সেদিন আমি বুঝে নিতাম আজ বাবা তাকে ফুফু বলে ডেকেছেন। মানুষের কত ধরনের যে আনন্দ থাকে ! সেই দাদী আমাকে প্রায়ই একটি কথা বলতেন। রাতে শুয়ে শুয়ে ঘুম পাওয়ার আগ পর্যন্ত যখন আকাশ পাতাল ভাবতাম,তখন তিনি এসে চুপি চুপি আমার বিছানার পাশে বসতেন। আমি তখন ঘুমের ভান করে চোঁখের পাতা বন্ধ করে থাকতাম।
শুরু হয়ে যেত ,

ও বইন ঘুমাও নি ? কিসসা হুনবা না আইজ ?

না দাদী, ঘুমাবো। তুমি তো শুরু করলে শেষ করতে চাও না। আধা কিসসা শুনে কি হবে........

তিনি তখন আমার কানের কাছে মুখ এনে অত্যন্ত গোপনীয় কথা বলার মত করে বলতে থাকেন,
তোর বাবায় বুজচস,লোহার সন্ধুকে সব সোনা দানা টেহা পয়সা জমায়। রাইতের বেলা সব ঘুমাইয়া গেলে হে ওইডা খুইলা গুনে। খালি টেহা গুণে তোর বাপ। আমি নিজের চোখে দেখছি। তয় কইলাম এই টেহা সে ভোগ করতে পারবো না। তোর নানারে মাইরা তার সয় সম্পত্তি সব লুট করছে তোর বাপে। তোর মা'র যদি একটা লেংড়া লুলা ভাই ও থাকত ! আহা !তাইলে কি এমন কাম সে করতে পারত.................

ইনিয়ে বিনিয়ে তিনি আর ও কিছুক্ষন আমার কানের কাছে ঘ্যনর ঘ্যনর করেন। যখন নিশ্চিত হন আমি তার এত কথার কিছুই শুনি নি, বেঘোরে ঘুমোচ্ছি, তখন দীর্ঘঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে উঠে চলে যান। আমার মার একটা লেংড়া লুলা ভাই বেরাদর না থাকাটা তার কাছে এতই মর্মান্তিক ব্যাপার যে - যদি টের পান আমি ঘুমাই নি, তাহলে সারা রাত তিনি এই দীর্ঘঃশ্বাস ফেলবেন আমার কানের কাছে। কিছু বললে ও রক্ষা নেই। শাপ শাপান্ত করতে করতে আমার চৌদ্দগুষ্টি উদ্দার করে ছাড়বেন ! তবে একটা কথা সত্যি, আমার মার' জন্য তার মনে একটা ভালবাসা ছিল। যা বাবার জন্য নেই। এই জন্য বাবা মাঝে মাঝে খেঁকিয়ে বলতেন-কুটনি বুড়ি আমার খায়,আমার পরে আর গীত গায় কমলা সুন্দরীর ....!

কমলা রীনার মার নাম। স্ত্রীর কুরূপের জন্য, তিনি ব্যংগ করে কমলা সুন্দরী বলেন ! ভাইরা আলাদা হয়ে যাবার পর রীনা ও নানা ফঁন্দি ফিকির করতে লাগল কি করে এই নর্দমা থেকে উদ্বার পাওয়া যায়।

তখন মাত্র ইন্টারমিডিয়েট টা শেষ করেছে। বাইরে কোথা ও চলে যাবার প্রচন্ড ইচ্ছা। যত দূরে পারা যায়। একবার বের হতে পারলেই হলো । রীনার মার সম্পর্কে এক বোন থাকেন লন্ডনে। সে মাকে অনেক করে ধরে ফুসলিয়ে একটা চিঠি লিখায় সেই খালার কাছে। তাকে একটা স্পনসর পাঠাবার জন্য। যদি ও ততটা আশা করে নি তিনি সত্যি সত্যি সাড়া দিবেন। কিন্তু রীনা কে অবাক করে দিয়ে তিনি ষ্টুডেন্ট হিসেবে তাকে স্পনসর করেন।

দীর্ঘ চৌদ্দ টি বছর পেরিয়ে গেছে। দেশে যায় নি। বাবা মা দুজনেই নেই। বাবার জন্য সত্যি বলতে কি তার তেমন কোন অনুভুতি নেই। মার জন্য মাঝে মাঝে বুকের ভিতরটা চিন চিন করে..............

তার জন্য দেশে আর কেউ অপেক্ষা করে নেই। ভাইদের সাথে যোগাযোগ নেই। কোন খবর ও তাই জানে না।

আমি নিশ্চিত তারা ও আমার কোন খবর জানে না। আমার এখানে অনেক বন্ধু। সবই ছেলে। নদী ছাড়া আমার কোন মেয়ে বন্ধু নেই। আলগা খাতির আছে শুধু কলিগ দু একজনের সাথে। সামনে পরে গেলে কিপ্টা হাসি না দিয়ে পারা যায় না,তাই দেয়। পিছন ফিরলেই ঠোঁট উলটায়। আমাকে নিয়ে কানাঘুষা না করলে তাদের পেটের খাদ্য হজম হতে সমস্যা হয়। বসের ঘরে আমার ঘন ঘন ডাক পরে ইদানীং। এ নিয়ে মেয়েগুলো জ্বলে মরছে। আমার কানে দেবার লোকের ও অভাব নেই এই অফিসে। আবার তারাই যে ও পক্ষে গিয়ে আমাকে নিয়ে রগড় করে তাও আমি জানি.........................

সেদিন ইকবালের কাছে এই মেয়েগুলোই ঠোঁট টিপে হেসে বলেছিল,

তুমি বসো। রীনা এখন বসের রুমে ব্যস্ত আছে। বিশেষ মিটিং চলছে তো তাই। না হয় তুমি ঘুরে ফিরে আবার পরে আসো।

ইকবাল পরে রাগে ফেটে পরেছিল। চিৎকার চেঁচামেছি অনেকক্ষন চলেছিল সেদিন। ইকবাল আমার এখনকার ভালোবাসা। পাকিস্থানী। যে স্থানেরই হোক,ভালবাসা ছাড়া আমার জীবন মরুভুমি ! নদী থাকলে আমার জীবন অতিষ্ট করে ফেলত। আমাকে পালিয়ে পালিয়ে থাকতে হত। অন্য কাউকে আমি পরোয়া করি না। শুধু এই নদী টা কে যা একটু ভয় পাই। কেন যে !

সে চলে যাবার পর কিছু দিন একা ছিলাম। ব্রাজিলিয়ান টা ফিরে গিয়েছিল তার আগের স্পেনিশ গার্ল ফ্রেন্ড এর কাছে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই সে আর ফেরে না। দিন যায় রাত যায়। তারপর দিনের পর দিন রাতের পর রাত। নাওয়া খাওয়া ছেড়ে বিছানা নেই আমি। পুলিশে ফোন করব বলে ভাবি। কিন্তু নিজের মনেই যেন কোন জোর খুঁজে পাই না। মনে হয় সে ইচ্ছা করেই ফিরছে না। ফিরবে না বলেই ফিরছে না। মোবাইলে যে কত সহস্রবার চেষ্টা করেছি..............

পাই নি। মোবাইল অফ। যে মোবাইল অফ রাখে সে জেনেশুনেই রাখে। যেন কেউ তার নাগাল না পায়। অবাঞ্চিত জন ছুঁতে না পারে। আমি হয়ত এখন তার কাছে অবাঞ্চিত জন। দু'দিন আগে যেমন তার আগের গার্লফ্রেন্ড ছিল। আমার সামনেই সে মোবাইল অফ করে রাখত। যেন স্পেনিশ গার্ল ফ্রেন্ড এমন কি মোবাইলে ও তাকে খুঁজে না পায়। আমার নদীর কথা মনে পরে...........

সেই কতকাল আগে নদীই একদিন সোয়াসের সামনে একটি বেঞ্চিতে বসে বলেছিল,

জানিস, শারিরীক দূরত্ব আসলে কোন ব্যাপারই না ,যদি মানসিক নৈক ট্য থাকে। মনে হয় কত কাছে। এক দম নিঃশ্বাসের সাথে মিশে আছে। কিন্তু যদি মানসিক নৈকট্য শিথিল হয়ে যায় - তাহলে পাশে বসে ও

মনে হয় কত যোজন দূরের...........

আমি তার কথা শুনামাত্রই চোঁখ কপালে তুলেছিলাম ।

ওহ মাই গড ! নদী ! তুই দেখি প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া মানুষের মত কথা বলছিস ! কি ব্যাপার বল তো ? শুনে কি চেঁচামেচি তার।

তুই আর মানুষ হবি না। দুনিয়াতে ওই একটাই সম্পর্ক আছে না ?

আমি তার রাগ কে পাত্তা দেই না তখন,

দুনিয়ার সব সম্পর্কের ভিত্তি যে ওই একটাই তা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবি। খামকা রাগ করছিস তুই। একটু ভেবে দেখ। তারপর বলিস কি পেলি খুঁজে ।

নাহ । আমি আর আমার প্রেমিক কে খুঁজে পাই নি। একদিন যখন শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিলাম,তখনি মোবাইলে এল একটা টেক্সট মেসেজ। 'এ্যা'ম নট কামিং ব্যাক। আই ডোন্ট লাভ ইউ এনি মোর। নাও আই'ম উইথ মাই একস। প্লীজ ডোন্টট্রাই টু ফাইন্ড মি'। মাথার কোষে কোষে কথা গুলো বসে যেতে তিন চার দিন সময় লেগেছিল। সাজগোজ করতে আমি খুব পছন্দ করি। আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে নিজেরই কান্না পায়। চোঁখ মুখ ফুলে ঢোল হয়ে আছে। চোঁখের নীচে গাঢ় কালি । নিজেকে নিজেই চিনতে পারি না। মুহুর্ত্যেই ঠিক করে ফেলি নিজের ভবিষ্যৎ কর্তব্যকর্ম। এনাফ ইজ এনাফ। ছোঁ ! আমি খুঁজতে বেরোব ! যে ইচ্ছা করে হারায় ,ফিরবে না বলে হারায় ,তাকে আমি খুঁজি না প্রিয় ! আমি খুঁজে মরি তাকেই যে আমাকে খুঁজে। যে হারাতে চায় না ,তাকেই আমি আগলে রাখি, তার জন্যই আমি........... ।